ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL. 18 1999
পৃঃ কলাম

কমনওয়েলথ বৃত্তি

সুব্রত বোস *কলকাতা থেকে*

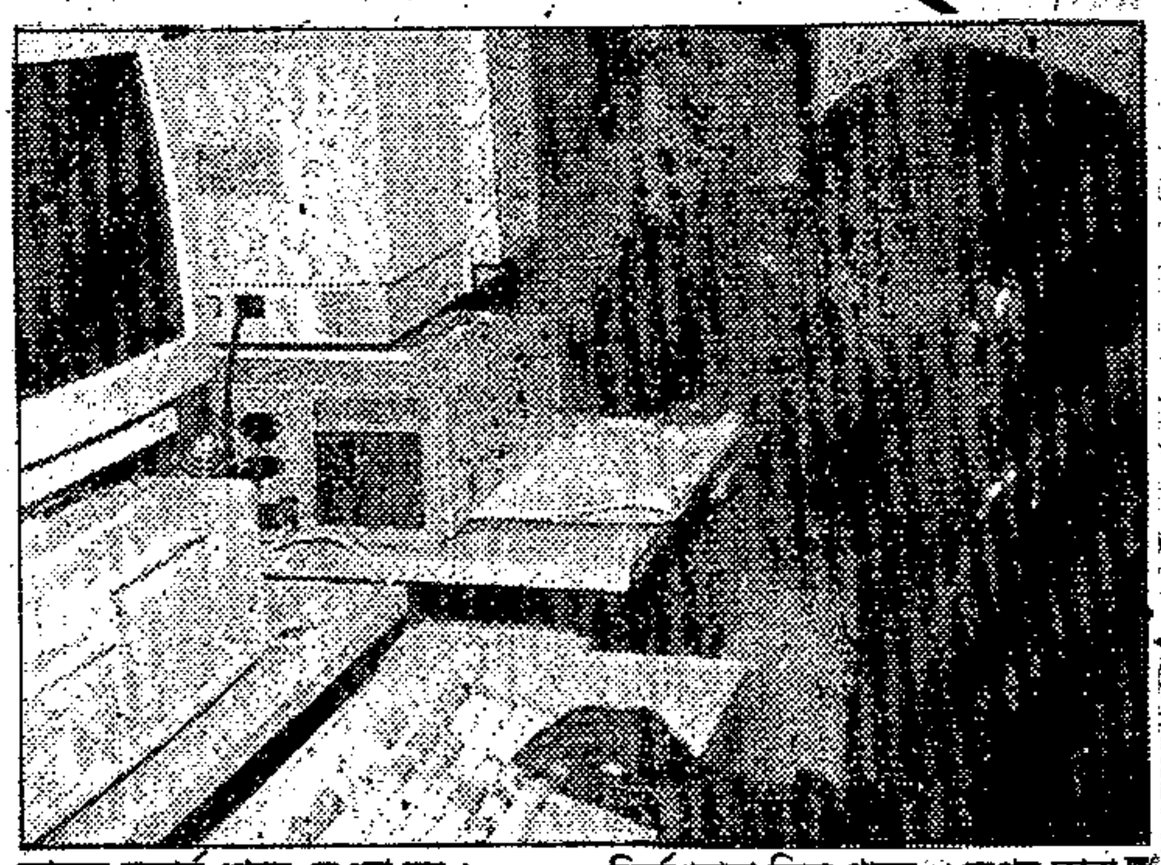

পৃথিবীর দামি ও প্রেস্টিজিয়াস স্কলারশিপের মধ্যে কমনওয়েলথ অন্যতম; সাধারণত কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ দেওয়া হয়। বাংলাদেশে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ সাধারণত ব্রিটেন এবং কানাডাতে পড়ার জন্য দেওয়া হয়।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ সাধারণত সব বিষয়ের জন্য উন্মুক্ত। দুটি বিভাগে এটি দেওয়া হয়। একটি মাস্টার্স এবং আরেকটি ডক্টরেট করার জন্য।

সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করে থাকে জাতীয় পত্রিকায়। তবে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কাগজের বিজ্ঞাপন মিস করলেও ভোরের কাগজ-এর 'লেখাপড়া'র পাতার নোটিশ বোর্ডে আপনি পেয়ে যাবেন যাবতীয় তথ্য।

এবার আসা যাক কমনওয়েলথের নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে। কমনওয়েলথের বিজ্ঞাপন শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়ে থাকলেও আসলে নির্বাচনের পুরো প্রসেস নিয়ন্ত্রণ করে থাকে University Grant Commission (UGC) অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এই সিলেকশন হয়ে থাকে কিছু নিয়মের ভিত্তিতে। মাস্টার্স পড়তে হলে সর্বমোট ১০+২+৪ অর্থাৎ ১৬ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয় বলে যারা এখানে মাস্টার্স শেষ করেছেন তারা মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভারত থেকে যারা ৪ বছরমেয়াদি অনার্স কোর্স করেছেন তারা সরাসরি আবেদন করতে/পারেন। মাস্টার্সের জন্য UGC-এর নির্দিষ্ট পয়েন্ট দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

এখানে এসএসসির প্রাপ্ত নম্বর এবং এইচএসসির প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১৫ নম্বর নেওয়া হয়। ৩ বছরমেয়াদি অনার্স কোর্স থেকে নেওয়া হয় ৩০ নম্বর ও মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য নেওয়া হয় ৩০ নম্বর। এর মধ্যে যারা ৪ বছরের অনার্স করেছেন

তাদের অনার্স থেকে নেওয়া হয় ৬০ নম্বর। আর মৌখিক পরীক্ষা থেকে নেওয়া হয় ১০ নম্বর। উল্লেখ্য, মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকে ১০ নম্বর।

মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রত্যেক সাবজেক্টের বিশেষজ্ঞ আনা হয়ে থাকে। ডক্টরেট করার জন্যও আপনি আবেদন করতে পারেন। এখানেও short list করা হয়ে থাকে কিছু নিয়মের ভিত্তিতে। এসএসসি এবং এইচএসসি থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য ১৩ নম্বর নেওয়া হয়ে থাকে এবং অনার্স ও মাস্টার্স থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার জন্য ২৫ নম্বর করে নেওয়া হয়। এখানে গবেষণাপত্রের জন্য রয়েছে ১০ নম্বর। সুতরাং আন্তর্জাতিক জার্নালে আপনার যতো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হবে তার জন্য আপনি আলাদা সুবিধা পাবেন। এখানেও ভাইভার জন্য আলাদা ১০ নম্বর রয়েছে।

UGC সাধারণত এদের বিজ্ঞাপনে কিভাবে আবেদন করতে হবে তার পুরো নির্দেশনামা দিয়ে থাকে। এরপর তারা বিষয়ভিত্তিক মৌখিক পরীক্ষার তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে থাকে এবং প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা কমনওয়েলথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে এবং চূড়ান্ত অনুমোদনও তারা দিয়ে থাকে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপের পরিমাণ অর্থাৎ অর্থ বেশ আকর্ষক, প্রায় ১ হাজার পাউন্ড প্রতি মাসে।

এখানে আপনার অনার্স ও মাস্টার্সের ওপর সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং অনার্স ও মাস্টার্সে আপনার ভালো নম্বর থাকলে আপনিও হাতে পেতে পারেন সোনার হরিণ।

তথ্য সরবরাহ

(১) ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান ইউজিসি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

(২) রেজাউল করিম হাওলাদার
সেকশন অফিসার, ইউজিসি, ঢাকা, বাংলাদেশ।